যুগান্তর

তারিখ 30 JUL 2009
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ

চলতি সপ্তাহে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় দেখা গেছে ছেলেমেয়েদের হাস্যোজ্জ্বল মুখাবয়ব। রেজাল্টের ভালোমন্দ নিয়ে আলাপ-আলোচনাসহ লেখালেখিও চলছে বিস্তর। তবে বাস্তবতা হল, ৭০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী যেমন পাস করেছে, তেমনি ফেল করেছে ৩০ শতাংশ। সেক্ষেত্রে সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়নের প্রশ্নে নিশ্চয়ই কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। এ অবস্থায় সর্বাধিক উদ্বেগজনক খবর হল, উত্তীর্ণ প্রায় ষাট হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না। এর কারণ সীমিত আসন সংখ্যা। অন্যদিকে দেশে যে দুই-চারটি ভালোমানের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এ অবস্থায় বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী কোথায় যাবে? কিছুদিন আগে মহাজোট সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম ভেঙে দেয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এজন্য গঠিত হয়েছিল একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। এর ফলে সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় দু'হাজার ডিগ্রি ও অনার্স কলেজের ১৬ লক্ষাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী পড়েছিল এক মহা দুশ্চিন্তায়। সর্বস্তরের অভিভাবকরাও এর বাইরে ছিলেন না। এত বড় একটি অবকাঠামো ভেঙে দিয়ে নতুন একটি কিছু করা সরকারের পক্ষেও খুব সহজসাধ্য ছিল না। তবে কমিটির সর্বশেষ সিদ্ধান্তে যাবতীয় জল্পনা ও অনিশ্চয়তার অবসান হবে বলে আমরা মনে করি। আপাতত মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রেখে বিভাগীয় পর্যায়ে ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পরে একে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে নিশ্চিত করা হবে আনুষঙ্গিক পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। যাতে করে এটি একটি উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞান বিতরণের আদর্শ কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। সরকারের এ সিদ্ধান্ত সঠিক বলে আমরা মনে করি। আপাতত ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের অধীনে কলেজগুলোকে সুষ্ঠু তদারকি ও দেখভাল করা হলে বর্তমানের কেন্দ্রীভূত অনিয়ম ও দুর্নীতি অনেকাংশে কমতে পারে। এর ফলে ভোগান্তি কমবে শিক্ষার্থীদেরও। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো যেন কোনক্রমেই মাথাভারি এবং দলীয় লোকদের দ্বারা পরিচালিত না হয়। এক্ষেত্রে যোগ্য, সৎ, সুদক্ষ, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি, রেজিস্ট্রার, কোষাধ্যক্ষ ও সংশ্লিষ্টদের দ্বারা কম দুর্নীতি, অনিয়ম সংঘটিত হয়নি। তাদের অনেকেই এমনকি সম্মানের সঙ্গে বিদায়ও নিতে পারেননি। তাদের বিরুদ্ধে যেসব অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, সে বিষয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তসাপেক্ষে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকেই। এর পাশাপাশি বিদ্যমান অবকাঠামোসহ মানসম্মত ডিগ্রি ও অনার্স কলেজগুলোতে প্রয়োজনে দুই শিফট চালু করে গরিব শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে দিতে হবে। সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব বাস্তবায়নে আন্তরিক ও উদ্যোগী হবে বলেই প্রত্যাশা।